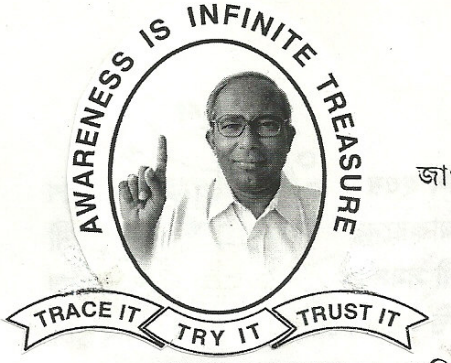

জাগরূক জীবনযাপনের কলা শৃঙ্খলা পরিপত্র ঃ শ্রীমিশনের উপহার

নিজের স্বর্গ সহজ ও নিঃশুল্ক বানান

এক সন্তান পরিবারের ৭০ টি লাভ

বুবুক্ষা, জলাভাব, অসমাধিত অশিক্ষা, ক্রমবর্ধমান অরাজকতা, জাতিগত বিবাদ, অসন্তোষ, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, প্রদূষণ ..... এ সমস্ত সীমাহীন সমস্যার মূল কারণ হল পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। জনসংখ্যা রোধের দায়িত্ব কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সরকারের নয়, প্রত্যেক শিক্ষিত সভ্য নাগরিকেরও বটে। কোন পরিবারের ভিত্তি - তার আর্থিক সাচ্ছল্যতায়, পারিবারিক সদস্য সংখ্যায় নয়। এই ধরিত্রীতে - নববিবাহিত দম্পতির নিজের স্বর্গ নিজে বানানোর নিঃশুল্ক উপায় হল ছোট সংসার অর্থাৎ একমাত্র সন্তান গ্রহণ।

এক সন্তান গ্রহণের সুবিধা ঃ নিজের ইচ্ছানুসারে একমাত্র সন্তানকে সঠিক পথে লালন পালন করা যাবে। একমাত্র সন্তানের প্রতি সম্পূর্ণ পরিবারের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় তাকে অসৎ পথ অবলম্বন থেকে রক্ষা করা যাবে। অল্প বয়স্ক পিতামাতার একজনের কোন অঘটন ঘটলে অপর জন বড় সমস্যার সম্মুখীন না হয়ে ঐ সন্তানকে লালন পালনে সক্ষম হবেন। পিতামাতার আকস্মিক মৃত্যুর পরিণামে, যে কোন আত্মীয়স্বজন সেই সন্তানের দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারবে। সুযোগের অভাব না হওয়ায় কলেজ, চাকুরীতে সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না। সীমিত জনসংখ্যা -সুফলে একমাত্র সন্তানের চাহিদা বাড়বে পছন্দসই প্রস্তাব সহ। নৈতিক প্রচেষ্টা ও সর্তকতার কারণে শিশু মৃত্যুর হার অনেক নিম্নগামী হবে এবং একমাত্র অকৃত সন্তানের প্রতি পিতামাতার অবহেলার প্রশ্ন উঠবে না ।

পিতামাতার সুবিধা ঃ আপনার বার্দ্ধক্য জীবন সুরক্ষিত হবে কারণ আপনার একমাত্র সন্তান আপনাকে দেখাশুনা করার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকবে । বার্দ্ধক্য - জীবন উন্নত হবে । পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম হবে । কারণ উভয়েরই স্নেহ ভালবাসা, একমাত্র সন্তানের প্রতি কেন্দ্রীত থাকবে । এমনকি একমাত্র সন্তানের কারণে বিবাহ বিযুক্ত পিতামাতার পূর্ণঃ মিলন সম্ভব হতে পারে ।

পিতার সুবিধা ঃ আপনি আপনার স্ত্রীর স্বপ্ন বা চাহিদা পূরণ করতে পারবেন । পারিবারিক দায়বদ্ধতা থেকে তাড়াতাড়ি মুক্ত হয়ে বাকি সময় আপনার অবসর প্রাপ্ত জীবনে আপনি নিজেকে সমাজ কল্যানে নিযুক্ত করতে পারবেন ।

মাতার সুবিধা ঃ গৃহিনীর প্রাত্যহিক গৃহকর্ম কমে যাবে, দিনের বাকী সময় উনি নিজেকে অন্য কোন কাজে নিযুক্ত করে নিজের এমনকি পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পারবেন। একমাত্র সন্তানের চিন্তাধারা স্বভাবতই মেয়েদের সমান স্বত্বাধিকারের প্রসঙ্গ পূরণ করবে । একমাত্র প্রসবদানের কারণে মায়ের শারিরীক সুস্থতা বজায় থাকবে, দ্বিতীয়বার অসহনীয় প্রসবদানের বেদনা সহন করতে হবে না। গর্ভবতী মায়ের প্রতি আবেগ সমৃদ্ধ যত্ন ও সুরক্ষা নেওয়ার কারণে মায়ের প্রসবকালীন মৃত্যু হার কমে আসবে ।

পরিবারের সুবিধা ঃ পরিবার বুবুক্ষার সম্মুখীন হবে না। আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সম্মুখীন হবে না অশিক্ষার । চূড়ান্ত জলসমস্যার সময় আপনার জলসমস্যা কম হবে। পরিবার পরম শান্তিপ্রিয়তা একাকিত্ব ও অবসর যাপন করতে পারবে। সমস্ত পরিবার পরিজন স্বপ্নময় সুখী জীবন যাপন করতে পারবে। একসন্তান পরিবার মিষ্টি পরিবার , মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা প্রশমিত হবে। সমাজে নিজস্ব সম্মান বজায় থাকবে । কোন মর্মান্তিক পরিণামে জীবিত পিতা বা মাতার পূর্ণবিবাহ সম্ভব হবে। এমনকি পিতামাতার অর্বতমানে একমাত্র সন্তানের দায়িত্ব আত্মীয়স্বজন নিতে পারবে। পনসম্বন্ধনীয় কলহ, বিবাদ - মৃত্যুর ঘটনা প্রশমিত হবে । শ্বাশুড়ী - বৌয়ের অন্তর কলহের সমাপ্তি হবে । একসন্তান পরিবারে সকলে মিতব্যয়ে সুখে জীবন যাপন করতে পারবে । আপেক্ষিক ভাবে জীবনে দায়িত্ব কমে যাবে, যা সহজেই পালন করা যাবে । শুধুমাত্র বাহুবল ছাড়া বাকী সমস্ত ক্ষেত্রে আপেক্ষিক ভাবে একসন্তান পরিবার সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা পাবে ।

আবাসনের সুবিধা ঃ ছোট ঘরই যথেষ্ট হবে । ছোট বাসস্থানের কম খরচের জন্য তাড়াতাড়ি বাসস্থানের নির্মানের পরিকল্পনা করা যাবে। অতিরিক্ত গৃহনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না ।

সম্পত্তি সম্বন্ধনীয় সুবিধা ঃ উইল লেখার প্রয়োজন হবে না। একমাত্র সন্তান হওয়ার কারনে যৌত স্টক নিবেশে মনোনয়ন প্রয়োজন হবে না। এমনকি কারও মৃত্যুতে অন্যদের সম্পত্তির নামাকরনের জন্য সময় সাপেক্ষ আইনী পদ্ধতি, সময়হানি ও আর্থিক ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে না । ভবিষ্যতের আইনী সমস্যার থেকে বাঁচতে চল ও অচল সম্মত্তি সহজে তিনজনের নামে পঞ্জীকৃত করা যাবে। একসন্তান পরিবারের সম্পত্তি আপনি থেকেই বংশপরম্পরাই বৃদ্ধি পায়।

সমাজের সুবিধা ঃ দূষণ নিয়ন্ত্রনে আমরা শুদ্ধবাতাবরনে দীর্ঘ জীবনযাপন করতে পারব। প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্মহার কমে যাবে । একসন্তান পরিকল্পনা বক্ষদুগ্ধ পানে উৎসাহিত করায় শারিরীক ও মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী সমাজ গঠিত হবে। মানব মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের হার কমে আসবে । ক্রমহ্রাসমান মেয়ে সন্তানের অনুপাত হার সমতায় ফিরে আসবে । বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন বাল্যবিবাহ, বাল্যশ্রমিক, ভিক্ষাপ্রথা প্রভৃতি দূরীভূত হবে। বুবুক্ষ, দারিদ্রতা, অবমাননা, কলঙ্ক সমন্ধনীয় আত্মহত্যা সমূলে নাশ হবে। পেটের দায়জনিত দেহ ব্যবসা হ্রাস পাবে ।

সুখ ও স্বাস্থ্যলাভ ঃ ছোট পরিবারে রোগ সংক্রামনের সম্ভাবনা কম। কম খরচ হওয়ায় ছোট পরিবার পিকনিক বা ভ্রমনের স্বাদ নেওয়ায় সঙ্গে মানসিক সন্তোষ অনুভব করতে পারবে ।

আর্থিকলাভ ঃ একসন্তান পরিবারে সর্বাধিক আর্থিক লাভ হয় কারণ ব্যায় কম, সঞ্চয় বেশী হয় । আর্থিক ও মানসিক সতন্ত্রতা বজায় রাখা যায়। পরিবারে স্নেহ- ভালোবাসা ছেয়ে থাকবে । স্থানান্তরন ও যোগাযোগ - এর খরচ আপেক্ষিক ভাবে কমে যাবে । যদি পরিবারের উপায়ীসদস্য দীর্ঘ জীবনের ভালোমানের জীবনবীমা করিয়ে রাখে। তবে তাঁর আকষ্মিক মৃত্যুতে পরিবারের অন্য দুজনের নিরপত্তার জন্য ঐ বীমা যথেষ্ট হবে।

দেশের লাভ ঃ আন্তর্জাতিক / আন্তর রাজ্য কলহ প্রশমিত হবে। অবিকসিত দেশ বিকশিত হবে । পরিবার নিয়োজন কার্যক্রমের জন্য সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ বাঁচবে যা আন্তবিকাশের কাজে লাগানো যাবে ।

বিশ্বের লাভ ঃ কম সমস্যা ও কম দায়বদ্ধতা যুক্ত এক সন্তান পরিবার সরাসরি ভাবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কমাতে অবদান রাখে এবং যা বিশ্বশান্তির পথ দেখায় ।

শ্রীমিশনের উদ্দেশ্য

লঘুতম পরিবার নিয়োজন
বুবুক্ষার অবসান
অশিক্ষা উন্মূলন
যোগাভ্যাস / চিন্তন
খারাপ অভ্যাসের পরিত্যাগ
সাদা জীবন যাপন
বিভিন্ন সংকটের সংঘর্ষ
আত্ম অনুশাসন
যুদ্ধের পরিত্যাগ
অহিংসা পালন

তার অনুযোগীতা

আপনার স্বপ্ননুসারে আপনার স্বর্গ নিঃশুল্ক বানান
ব্যয় কমায় , স্বাস্থ্য বাড়ায়
প্রকাশময় জীবনের আধার
নিজের মনকে নিয়ন্ত্রন করুন
জীবনকে আকষ্মিক দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা
অর্থপূর্ণ জীবনের রহস্য
অমূল্য জীবন আর সম্পত্তির রক্ষা
জীবনকে এক মহত্বপূর্ণ মোড় দেওয়ার মন্ত্র
বিশ্বকে একসূত্রে বাধে
প্রেম আর শান্তির বিস্তার

চৈতাবনী ঃ একসন্তান পরিবার সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ স্বর্গ তৈরী করে । সকলের জন্য আশীর্বাদ, বিশেষভাবে গরীবের জন্য । দুই সন্তান পরিবারে যথাস্থিতী বজায় থাকে । কিন্তু তার অধিক সন্তান পরিবার স্বয়ং বিভিন্ন সমস্যার আমন্ত্রণ করে আনে ।

ঃ শ্রীমিশন সম্বন্ধে বিস্তৃত জানতে ওয়েবসাইট দেখুন ঃ
www.srimission .org, email id: srimission @vsnl net
অথবা
৫০ টাকার মানি অর্ডার পাঠান আপনার ঠিকানাসহ এই ঠিকানায়
শ্রীমিশন 7th ব্লক, এইচ. এম.টি. লেআউট, বিদ্যা অরন্যপুরা
ব্যাঙ্গালোর - 560097, ফোন ঃ 80- 23641839
সংস্থাপক - কে.কে. মূর্তি, অধ্যক্ষ ঃ শ্রীমতী কে. প্রমীলা